# A
# *TALE*
FROM
# THE MALATIMADHABA
OF
# BHABABHUTI
BY

# মালতীমাধব।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের

উপাখ্যান ভাগ।

---

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষাল প্রণীত।

*CALCUTTA*

THE SANSKRIT PRESS.

1858.

# বিজ্ঞাপন।

ভবভূতির মালতীমাধব সংস্কৃত ভাষায় এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। ইহাতে কবির রচনাশক্তি ও বর্ণনাবৈচিত্র্য পরাকাষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কাদম্বরী ব্যতীত কোন সংস্কৃত কাব্যে গল্প সাজাইবার এত নৈপুণ্য দেখা যায় না। অনুবাদে কেবল এই শেষোক্ত চমৎকারিতাই রক্ষা করা সম্ভব; পাঠকগণ যেন আমার অনুবাদে মূলের অপরাপর মাধুর্য্য সম্ভাবনা না করেন, আমি এই প্রার্থনা করি। ফলতঃ কোন গ্রন্থের অনুবাদ দেখিয়া মূলের সাধুতা বা অসাধুতা বিচার করা কখনই ন্যায্য নহে এবং যাঁহারা সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষার গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ পাঠ করিয়া আপনাদিগকে তত্তদ্গ্রন্থের উপযুক্ত বিচারক বোধ করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

এই অনুবাদের কোন কোন অংশ কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুশাসনক্রমে কিছু কিছু

পরিবর্ত্তিত করিয়াছি এবং তিনি ইহা জনসমাজে প্রকাশযোগ্য বলিয়া সাহস প্রদান করাতে, প্রচার করিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

কলিকাতা।

১৫ই অগ্রহায়ণ। সংবৎ ১৯১৫।

## যন্ত্রালয়ের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের প্রথম তিন ফর্ম্মা লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। পরে, লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রের মুদ্রা গ্রন্থকর্ত্তার মনোনীত না হওয়াতে তিনি অবশিষ্ট ভাগ এই যন্ত্রে মুদ্রিত করিলেন।

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

যন্ত্রাধ্যক্ষ॥

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

১৫ই অগ্রহায়ণ। সংবৎ ১৯১৫।

# মালতীমাধব।

বিদর্ভরাজের অমাত্য দেবরাত কুণ্ডিন-পুরে বাস করিতেন। তিনি অতি বদান্য, যশস্বী ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার পদ্মাবতীশ্বরের অমাত্য ভূরিবসুর সহিত অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। উভয়ে শৈশবে একত্র লেখা পড়া করিতেন ও তদবধিই সৌহৃদ্যের আতিশয্য প্রযুক্ত উভয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে তাঁহাদের সন্তানাদি হইলে, তাহাদের পরস্পর বিবাহ দিবেন।

দেবরাতের অনঙ্গপ্রতিম অতি রূপবান এক পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম মাধব, মাধব অল্প দিন মধ্যেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ভূরিবসুর মালতী নামে পরম লাবণ্য-বতী এক কন্যা জন্মিল। মালতীর অমানুষলাবণ্য ও নৈস র্গিকবিলাসদর্শনে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং মদন চন্দ্র সুধা, মৃণাল, জ্যোস্না প্রভৃতি রমণীয় উপাদান দ্রব্যে মালতীর মনোহর বপু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ মাধব বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন, ভূরিবসু পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত পরিণয়ের কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না, দেবরাত মনে মনে অভিসন্ধি করিলেন, যে যদি মাধবকে পদ্মাবতী প্রেরণ করা যায়, তবে মনোমত পাত্র মাধবকে দেখিয়া ভূরিবসুর পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা মনে পড়িবে ও তাহাতে প্রবৃত্তিও জন্মাইতে পারে। তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া আন্বীক্ষিকী অধ্যয়নচ্ছলে মাধবকে পদ্মাবতী প্রেরণ করিলেন। মাধব স্বীয় বয়স্য মকরন্দ ও কলহংসক নামে একজন দাস সমভিব্যাহারে পদ্মাবতী যাত্রা করিলেন।

কামন্দকী নামে এক সন্ন্যাসিনী পরিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পদ্মাবতীতে বাস করিতেন; তিনি শৈশবে দেবরাতের সহাধ্যায়িনী ছিলেন ও তাঁহার সহিত দেবরাতের মিত্রতা ছিল। মাধব পদ্মাবতীতে উপস্থিত হইয়া কামন্দকীরই আশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস গত হইল; ক্রমশঃ ভূরিবসু পরম্পরায় মাধবের নামশ্রবণ ও পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শৈশবকালীন প্রতিজ্ঞা তাঁহার স্মৃতি পথে পতিত হইল। পরে মাধবকে দেখিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাসম্পাদনে সাতিশয় স্পৃহা জন্মিল।

সেই সময় নন্দন নামে নৃপতির নর্ম্মসচিব মালতীর কর-গ্রহণে নিতান্ত অভিলাষুক হইয়া, রাজার নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, ভূপতি ভূরিবসুর নিকট সেই বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। ভূরিবসু উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, যদি রাজার অভিমত বিষয়ে অসম্মত হন, তবে তাঁহার কোপ জন্মিবেক; নন্দনে মালতী প্রদান তাঁহার অনভিমত হইলেও তখন তাঁহা-

কে রাজার নিকট বলিতে হইয়াছিল, যে মহারাজ আপনার কন্যা আপনি যা করেন।

তিনি মনে মনে অভিপ্রায় সিদ্ধির ভুরি[illegible] দে-খিতে লাগিলেন। কামন্দকীর সহিত তাঁহার ও নিজ ক্ষণ প্রণয় ছিল, তাঁহার সহিত অভিসন্ধি করিলেন, যে রাজা ও নন্দনকে এরূপ প্রতারণা করিতে হইবে, যে তাহাতে তাঁহাদের কোপ না জন্মে, অথচ স্বীয় কার্য্যসিদ্ধি হয়। কামন্দকী মিত্রের [illegible] সাহস কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন। ভুরিবসু, আপ-নার মনোগত অভিলাষ মনেই সম্বৃত করিলেন, এতদুর গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিলেন, যে তিনি যেন মাধবের নাম ও জানেন না।

মাধব, ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হইয়াছে, তাহা কিছুই জানেন না। তিনি দিবসে আপনার পড়া শুনায় ব্যস্ত থাকেন; কামন্দকী তাঁহাকে মা-তার তুল্য স্নেহ করিতেন, কিছুতেই ক্লেশ নাই, পরম সুখে কামন্দকীর সদনে বাস করেন। নিত্য নিত্য দিবাবসানে বায়ুসেবন নিমিত্ত নগর মধ্যে

পরিক্রম করিতে যান; অবলোকিতা নাম্নী কামন্দকীর কন্যা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। কামন্দকী অবলোকিতাকে, ভূরিবসুর ভবনাসন্ন রাজমার্গ দিয়া মাধবকে লইয়া যাইতে, গোপনে ইঙ্গিত করিলেন। অবলোকিতাও তাঁহার আদেশানুরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

মাধব, দিন দিন অমাত্যের ভবনাসন্ন পথায় ভ্রমণ করেন, ঐ সুযোগ ক্রমে একদিন মালতী গবাক্ষ হইতে দেখিলেন। মনোহারিণী মূর্ত্তিদর্শনে অনুরাগে আকৃষ্ট হইলেন। দিন দিন পূর্ব্বরাগ জনিত অনুরাগে উৎকণ্ঠাতুর হইয়া উঠিলেন। মনে করেন, প্রণয় স্বতন্ত্র হইয়া বিমল কুল ও শ্লাঘ্য পিতা মাতার মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করা, কুল কুমারীদের নিতান্ত বিরুদ্ধ। ক্রমশঃ পরিম্লান মৃণালীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গলাবণ্য মলিন হইতে লাগিল, কপোল পাণ্ডুবর্ণ, মন বাহ্য বিষয়ে নিবেশশূন্য ও জীবন বিরস হইয়া উঠিল। আহার বিহার সকল বিষয়েই ঔদাসিন্য জন্মিল। মাধবের প্রতিকৃতি লিখিয়া উৎকণ্ঠা বিনোদন করিতে আরম্ভ করিলেন

কে রাজার নিকট বলিতে হইয়াছিল, যে মহারাজ, আপনার কন্যা আপনি যা করেন।

তিনি মনে মনে স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। কামন্দকীর সহিত তাঁহারও বিলক্ষণ প্রণয় ছিল, তাঁহার সহিত অভিসন্ধি করিলেন, যে রাজা ও নন্দনকে এরূপ প্রতারণা করিতে হইবে, যে তাহাতে তাঁহাদের কোপ না জন্মে, অথচ স্বীয় কার্য্যসিদ্ধি হয়। কামন্দকী মিত্রের ঈদৃশ অসম সাহস কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন। ভূরিবসু, আপনার মনোগত অভিলাষ মনেই সম্বৃত করিলেন, এতদূর গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিলেন, যে তিনি যেন মাধবের নাম ও জানেন না।

মাধব, ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হইয়াছে, তাহা কিছুই জানেন না। তিনি দিবসে আপনার পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকেন, কামন্দকী তাঁহাকে মাতার তুল্য স্নেহ করিতেন, কিছুতেই ক্লেশ নাই, পরম সুখে কামন্দকীর সদনে বাস করেন। নিত্য নিত্য দিবাবসানে বায়ুসেবন নিমিত্ত নগর মধ্যে

পরিক্রম করিতে যান; অবলোকিতা নামে কামন্দকীর শিষ্যা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। কামন্দকী অবলোকিতাকে, ভূরিবসুর ভবনাসন্ন রাজ মার্গ দিয়া মাধবকে লইয়া যাইতে, গোপনে ইঙ্গিত করিলেন। অবলোকিতাও তাঁহার আদেশানুরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

মাধব, দিন দিন অমাত্যের ভবনাসন্ন রথ্যায় ভ্রমণ করেন, ঐ সুযোগ ক্রমে একদিন মালতী গবাক্ষ হইতে মাধবের মনোহারিণী মূর্ত্তিদর্শনে মন্মথশরে আহত হইলেন। দিন দিন পূর্ব্বরাগ জনিত স্মরদশায় অতিকাতর হইয়া উঠিলেন। কি করেন, স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়া বিমল কুল ও শ্লাঘ্য পিতা মাতার মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করা, কুল কুমারীগণের নিতান্ত বিরুদ্ধ। ক্রমশঃ পরিম্লান মৃণালীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গলাবণ্য মলিন হইতে লাগিল, কপোল পাণ্ডুবর্ণ, মন বাহ্য বিষয়ে নিবেশশূন্য ও জীবন বিরস হইয়া উঠিল। আহার বিহার সকল বিষয়েই ঔদাসিন্য জন্মিল। মাধবের প্রতিকৃতি লিখিয়া উৎকণ্ঠা বিনোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নগরান্তর্ব্বর্ত্তী মদনোদ্যানে মদনোৎসব নামে মহাড়ম্বর উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের দিন প্রভাতে নগরবাসী অঙ্গনাগণ স্বস্বযোগ্যতানুরূপ সমারোহে মদনোদ্যানে অনঙ্গমন্দিরে সমাগত হইয়া কামদেবের পূজা আরম্ভ করিল। নানা স্থান হইতে কতলোক উৎসব-দর্শন-কৌতূহলে আগত হইতে লাগিল। মাধবও অবলোকিতার মুখে উৎসব বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রভাতে মদনোদ্যানে গমন করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল পৌরজনের প্রমোদ দেখিতে লাগিলেন ও ইতস্তত পরিক্রম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া অনঙ্গ মন্দিরাসন্ন-মনোহর মুকুল-শোভিত মধুকরাকুলিত বকুলপাদপের আলবালপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষ হইতে অনবরত মধুপূর্ণ কুসুমজাল ভূতলে পতিত হইতেছে, মাধব ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক নানাচাতুর্য্যসম্পন্ন মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্যানের পার্শ্বেই অমাত্য ভূরিবসুর ভবন, কিয়ৎক্ষণ পরে মালতী কুমারীজনোচিত বেশ ভূষা পরিধান পূর্ব্বক সখীগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানে উৎসব দেখিতে প্রবেশ করি-

লেন। তাঁহার কোন প্রকার আমোদ প্রমোদে রতি নাই, তথাপি সখীগণের অনুরোধে ক্ষণকাল উৎসব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরীগণ উদ্যানে ইতস্তত কুসুমচয়ন করিতে করিতে মাধব যে বকুল-তলে বসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তথায় উপস্থিত হইল, ও জনতার মধ্যে বকুল-মূলে মাধবকে উপ-বিষ্ট দেখিয়া কত প্রকার ভাবভঙ্গী ও চাতুর্য্য আরম্ভ করিল। অনন্তর মালতীকে নিবেদন করিল, ভর্ত্তৃ-দারিকে, কাহারো হৃদয়-বল্লভ ঐ বকুলতলে বসিয়া আছেন, এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মাধবকে দেখাইয়া দিল। মাধবকে দেখিয়াই মালতীর মুখ-শশী হৃদয় রাগে প্রভাতোদিত রবিমণ্ডলের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইল, স্বেদপুলকচ্ছলে তাঁহার হৃদ-য়ের অনুরাগ যেন বিগলিত ও মন্মথোপদিষ্ট বিবি-ধ বিভ্রম আবির্ভূত হইতে লাগিল। মাধবের মুখ নিবিষ্ট বিশাল লোচন তাঁহার স্নেহ ব্যক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু লজ্জাভরে নয়ন-দ্বয় পক্ষ্মলাবৃত হই-তে লাগিল।

মাধবও মালতীর মুখাবলোকনে কুসুমশরপ্রহারে মোহিত হইলেন, অয়স্কান্ত যেরূপ লৌহ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল। তাঁহার নৈসর্গিক বিনয় ও ধৈর্য্য পরাভূত হইল, লজ্জা দূরে পলায়ন করিল ও শাস্ত্র-জনিত বিবেক স্মরশাসনের অনুবর্ত্তী হইল। তাঁহার মনের অন্যান্যভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি আপনার ঈদৃশ চাপল্য সম্বরণাভিপ্রায়ে পূর্ব্বারদ্ধ বকুলমালার অবশিষ্ট ভাগ গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মালার সে স্থলটী পূর্ব্বেরমত শোভন হইল না।

তদনন্তর মালতী এক করেণুকায় আরোহণ পূর্ব্বক বর্ষবরবহুল অনুচরসমূহ ও সখীগণ সমভিব্যাহারে উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া নগরগামী মার্গ দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু মাধবের চিত্তে সতত জাগরূক রহিলেন। তাঁহার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি যেন মাধবের মনে প্রতিবিম্বিত, চিত্রিত বা উৎকীর্ণ রহিল। পঞ্চশর যেন স্বীয় পঞ্চ বিশিখ-দ্বারা মালতীকে মাধবের হৃদয়ে কীলিত করিলেন অথবা চিন্তা

তন্তুদ্বারা মালতী যেন মাধবের অন্তঃকরণে নিবদ্ধ হইলেন।

মালতী গমন করিলে, লবঙ্গিকা নামে তাঁহার এক সখী ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া কুসুমচয়নচ্ছলে ক্রমশঃ মাধবের সমীপবর্ত্তিনী হইল ও সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, মহাভাগ, আপনার এই কুসুমরচনা সুশ্লিষ্ট ও অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে, আমাদিগের ভর্ত্তৃদারিকা এই পুষ্পহার দেখিতে নিতান্ত কুতূহলিনী হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কোন মহানুভবের অনুরাগনিবন্ধন দারুণ মনোব্যথায় কাতর আছেন, তাঁহার কণ্ঠে এই বকুলাবলী অর্পিত হইলে, ঈদৃশ বৈদগ্ধ্য কৃতার্থ হইবে ও নির্ম্মাতার পরিশ্রমও সফল হইবে।

মাধব এই কথা শুনিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে, লবঙ্গিকা বলিল, আমাদিগের ভর্ত্তৃদারিকা অমাত্য ভূরিবসুর দুহিতা, নাম মালতী। আমার নাম লবঙ্গিকা, আমি তাহার ধাত্রেয়ীকন্যা, আমাকে

তিনি বিস্তর অনুগ্রহ করেন। মাধব আপনার কণ্ঠ হইতে সেই বকুলমালা অবতারণ পূর্ব্বক লবঙ্গিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। লবঙ্গিকা সাতিশয় আদর পূর্ব্বক মালা হস্তে করিল ও তাহার অঙ্গুলিশ্লিষ্ট অংশটীই বিশেষ রূপে দেখিতে লাগিল।

পরে মধ্যাহ্ন সময়ে যাত্রা ভঙ্গ হইলে, জনসঙ্কুল মধ্যে লবঙ্গিকা অদৃশ্য হইল। মাধব মদনব্যথায় বিষণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে বকুলোদ্যানের নিকট মকরন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মকরন্দ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আসিতেছিলেন। একে গ্রীষ্মকাল, তায় মধ্যাহ্ন সময়, দিনমণির অতিপ্রচণ্ড রশ্মিজালে ভুবনতল যেন অগ্নিময় হইয়াছে। মকরন্দ আতপতাপে ক্লান্ত হইয়া, ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে মাধবের সহিত বালবকুলোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক চম্পকবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন।

মাধবের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে, কোন বিষয়ে অবধান নাই। মাধবের এইরূপ ভাবান্তর

দেখিয়া, মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য তোমার অদ্য এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি, কেন?। মাধব লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য, যদি মনসিজপ্রভাবে এরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জা কি, দেখ, কি বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর, কি রজস্তমোহভিভূত নিকৃষ্ট জন্তু সকলেই সেই দুর্জ্জয় কুসুমশরের প্রভাব অবগত আছেন। মাধব বয়স্যের এই কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদনোদ্যানবৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন।

মকরন্দ অভিনিবিষ্টচিত্তে সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক বলিলেন, বয়স্য স্থির হও, ভাবনা কি, সেই কামিনীর সহিত সমাগমে কোন সংশয় নাই। দেখ, মালতীর সখীগণ অঙ্গুলি দ্বারা তোমায় নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, মালতী পূর্ব্বে তোমায় কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। ও লবঙ্গিকা যে মালতীর কোন মহানুভবনিবন্ধন অনুরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছে, সে অনুরাগও তোমা-বিষয়ক তাহার সন্দেহ নাই।

মকরন্দ এইরূপে মাধবকে আশ্বাস দিতেছেন, এমত সময়ে কলহংসক একখানি মাধবের প্রতিকৃতি হস্তে মাধবকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ প্রতিকৃতি, মালতী উৎকণ্ঠা বিনোদননিমিত্ত চিত্রিত করেন। লবঙ্গিকা ঐ চিত্রফলক মাধবের হস্তে পতিত হইবে এই অভিপ্রায়ে মন্দারিকা নামে এক বারযোষার হস্তে মদনোদ্যানে আসিবার সময় নিহিত করিয়াছিল। মন্দারিকার সহিত কলহংসকের সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল কলহংসক তাহার নিকট হইতে ঐ প্রতিকৃতি আনিয়াছে। মালতী ঐ প্রতিকৃতি লিখিয়াছেন শ্রবণপূর্ব্বক মাধবের বয়স্যের বিতর্কে আস্থা জন্মিল ও নিশ্চিন্ত সানন্দ হইলেন।

মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য, এই চিত্রফলকে মালতীরও প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত কর। মাধব চিত্র বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিবার সময় মালতীর মূর্ত্তি মনে মনে চিত্রিত করিতেই, তাহার গাত্র স্তব্ধ, নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ও হস্ত স্বেদার্দ্র হইয়া উঠিল। ফলতঃ মনে মনে অনবরত সংকল্প-

সুখই অনুভব করিতে লাগিলেন। কল্পনাপ্রাপ্ত মালতীর নিকট হইতে তাঁহার চিত্ত প্রতি-নিবৃত্ত হইল না। পরে অতিকষ্টে মালতীর প্রতিমা চিত্রিত করিয়া নিম্নে এই কয়েকটী পদাবলী লিখিয়া দিলেন, "সংসারে শশিকলা প্রভৃতি রমণীয় পদার্থ অনেক আছে ও তদ্দর্শনে সকলেরই চিত্ত মত্ত ও পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু আমার এই কামিনীর মুখকমল অবলোকন করিয়া যেরূপ চিত্তোল্লাস হইয়াছে, তদ্রূপ আর কখনই অনুভব করি নাই"। মকরন্দ মালতীর প্রতিকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন।

এই সময়ে মন্দারিকা দ্রুতপদসঞ্চারে তথায় উপস্থিত হইল ও লবঙ্গিকা চিত্রফলক লইতে আসিয়াছে, এই বলিয়া কলহংসকের নিকট হইতে চিত্রফলক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। মাধব ও মকরন্দও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তথা হইতে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। মাধবের মনোবেদনা প্রতিমুহূর্ত্তে বিষম হইয়া উঠিতে লাগিল। মকরন্দ বয়স্যের অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর হইয়া কামন্দকীর

নিকট মদনোদ্যানবৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর তাবৎ নিবেদন করিলেন ও তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কামন্দকী লবঙ্গিকার মুখে নিত্য নিত্য মালতীর সমাচার প্রাপ্ত হন, অদ্য মদনোদ্যানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। দেখিলেন, মিত্রের অভীষ্টসিদ্ধির মূল সম্পাদিত হইয়াছে, কেননা দারকর্ম্মে অন্যোন্যানুরাগই পরমশ্রেয়স্কর। তিনি মাধবকে যাদৃশ স্নেহ করিতেন, তদনুরূপ প্রবোধ-বচনে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

দিবাবসান হইল, কামন্দকী মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মালতী, লবঙ্গিকা মদ-নোদ্যান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তাহার সহিত প্রাসাদোপরি নির্জ্জনে বকুলমালা ও চিত্রফলক লইয়া মাধবের কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছি-লেন, তথায় প্রতীহারী আসিয়া নিবেদন করিল, "ভর্ত্তৃদারিকে, ভগবতী কামন্দকী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, অনুমতি হইলে এখানে আসেন,,। মালতী কামন্দকীকে আসিতে অনুমতি করিলেন; প্রতীহারী চলিয়া গেল। মালতী

চিত্রফলক ও বকুলমালা সম্বরণ পূর্ব্বক কামন্দকীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কামন্দকী অবলোকিতার সহিত প্রাসাদোপরি আসিলেন, মালতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কামন্দকীকে প্রণাম করিলেন। কামন্দকী, অভিমত ফল লাভ হউক, এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক লবঙ্গিকাদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসিল, ভগবতি, আপনার সমুদায় কুশল? কামন্দকী এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদ্গদবচনে বলিলেন, হাঁ, অমনি এক প্রকার। লবঙ্গিকা কামন্দকীর স্বরবৈক্লব্যশ্রবণে বলিল, ভগবতি, আপনাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখিতেছি, কারণ?। কামন্দকী কহিলেন, বৎসে, আর দুঃখের কথা কি কহিব, তুমিও কি তা জাননা। দেখ, কামদেবের জয়নশীল-শস্ত্রস্বরূপ এই অনুপম রূপ-রাশি অসদৃশ পাত্রে ন্যস্ত হইয়া বিফল হইবে, একি সাধারণ দুঃখ? অমাত্যের হৃদয় কি কঠোর! ঈদৃশ গুণরাশির অপেক্ষা দূরে থাক, অপত্যস্নেহ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইলেন। তাদৃশ দুর্দ্দর্শন গতযৌবন অমা-

ত্য-নর্ম্মনে এই রত্ন প্রদান করিবেন, রাজার নিকট বাগ্‌দান করিলেন; অথবা যাঁহাদিগের মতি সতত কুটিল নীতিমার্গে সঞ্চরণ করে, তাঁহাদের কোথায় বা গুণাগুণপরীক্ষা, কোথায় বা অপত্য-স্নেহ। সুতাদানসম্বন্ধে নৃপতির নর্ম্মসচিব মিত্র হইবেন এই প্রত্যাশায় তাঁহাকে মালতীপ্রদানে অভিলাষী হইয়াছেন।

কামন্দকীর এই বচন মালতীর হৃদয়ে অনভ্রবজ্র-স্বরূপ পতিত হইল। তিনি ক্ষণেক কামন্দকীর মুখনিবিষ্টলোচনে স্থির হইয়া রহিলেন ও তাঁহার অন্তরের বিস্ময় নয়নযুগল দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। আশা-মাত্রে এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, সে আ-শাও উন্মূলিত হইল। তিনি বিষণ্নবদনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। লবঙ্গিকা, ঈদৃশ অযোগ্য সমাগম যাহাতে সম্পন্ন না হয়, তন্নিমিত্ত কামন্দকীকে বিস্তর অনুরোধ করিল; কামন্দকী বলিলেন; আ-মার কি সাধ্য, কুমারীগণের পরিণয়াদি সংস্কার বিষয়ে দৈব ও জনক যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

আর, শকুন্তলা দুষ্মন্ত নৃপতিকে ও উর্ব্বশী পুরুরবাকে স্বেচ্ছায় করপ্রদান করিয়াছিলেন; এবং বাসবদত্তা পিতার অনুমতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সঞ্জয় নৃপতিকে পরিত্যাগ করিয়া উদয়ন রাজায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; এই সকল যে ইতিহাসবাদ আছে, তাহা সাহসের কার্য্য, উপদেশের যোগ্য নহে! অতএব আর কি হইবে, অমাত্য, নন্দনকে স্বসুতা প্রদান করিয়া নির্ব্বৃতি ও কৃতার্থতা লাভ করুন।

কামন্দকীর এই বাক্য শ্রবণে, মালতী নিতান্ত হতাশ হইলেন ও গণ্ডে বিস্ফোটকস্বরূপ তাঁহার মনোবেদনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, হা তাত, নরেন্দ্রের পরিতোষই তোমার পরম-প্রার্থনীয়, একবার মালতীর মুখ চাহিলেনা; জনকও এরূপ হইল। সংসারে ভোগতৃষ্ণাই বলবতী।

এদিকে, সন্ধ্যাও সমীপবর্ত্তিনী হইল। অবলোকিতা বলিলেন, ভগবতি, মাধবকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছি, অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়,

আসুন আশ্রমে যাই। এই কথা শুনিয়া লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল, ভগবতি, মাধব কে? কামন্দকী বলিলেন, বৎসে, সে অনেক কথা, এ সময়ের উপযুক্ত নয়; বিশেষতঃ অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাবে প্রয়োজন কি; এই কথা বলিয়া কামন্দকী গাত্রোত্থান করিলেন। লবঙ্গিকা অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ-সহকারে মাধবের বৃত্তান্ত বলিতে কামন্দকীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। কামন্দকী লবঙ্গিকার সাতিশয় আগ্রহে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"বৎসে, বোধ হয়, বিদর্ভনৃপতির অমাত্য সুগৃহীতনামা দেবরাতের ভুবনব্যাপিনী খ্যাতি তোমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবে। দেবরাতের সুকৃতিসমূহে বসুমতী আপনাকে পুণ্যশালিনী বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। বিদর্ভ-রাজের প্রজাসন্ততি সেই মহানুভবেরই হস্তনিয়ত হইয়া বিমার্গগামিনী হইতে পায় না। অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন কি, তাদৃশ মহাত্মা মর্ত্ত্যলোকে কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার মাহাত্ম্য ভূরিবসুই সবিশেষ অবগত আছেন। সেই মহা-পুরুষের সুকৃতিজালের পরিণাম-

স্বরূপ এক পুত্র জন্মে, তাঁহারই নাম মাধব। মাধব এরূপ সুমতি, যে যোগ্যসময়ে উপযুক্ত-শিক্ষক-সমীপে নিয়োজিত হইলে, অল্পকাল মধ্যেই নিখিল চতুঃষষ্টিকলার পারদর্শী হইয়া গুরুজনের প্রমোদ প্রদান করিয়াছেন। এখন আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন নিমিত্ত এই নগরে আসিয়াছেন। মাধব যখন দিবাবসানে বায়ুসেবন নিমিত্ত রাজমার্গে সঞ্চরণ করেন, তখন তাঁহার কুবলয়শ্যামমূর্ত্তিদর্শন-লোলুপ কুল-কুমারীগণের নয়ন-পংক্তিতে সন্নি-হিত প্রাসাদপরম্পরার গবাক্ষজাল যেন কুবলয়মালা ভূষিত হয়,,।

কামন্দকী এইরূপে মাধবের পরিচয় দিতেছেন, এদিকে সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি চক্রবাকমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিগন্ত শব্দায়িত করিল। কামন্দকী মালতীর নিকট বিদায় লইয়া সে দিনকার মত আ-শ্রমে গমন করিলেন। আশ্রমে আসিয়া মাধবের নিকট সেদিনকার বৃত্তান্ত সকল বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার উদ্বিগ্ন চিত্ত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলেন

মাধব কামন্দকীর চতুর দূতীকার্য্য শ্রবণে বিস্মিত হইলেন।

মালতী জনকের নৃশংসব্যাপারে বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার মনে মনে জনকের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিল। জগৎ ঈদৃশ স্বার্থপর বলিয়া সংসারে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইলেন। কামন্দকীর মুখে মাধবের আভিজাত্য, গুণমাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার যোগ্যপাত্রে স্বীয় মনোঽনুরাগ শ্লাঘ্যতর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ও মাধবে সমর্পিত চিত্ত অন্যে অর্পণ করিবেন না, কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পরদিবস অবধি কামন্দকী নিত্য নিত্য মালতীর সহিত বিশেষ আনুগত্য আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন কথায় কথায় তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে কতই কৌশল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কখন স্বকার্য্যসাধনোপযোগী নানাবিধ মনোহর ইতিহাস-বার্ত্তা প্রস্তাব করিয়া মালতীর ম্লান চিত্ত প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা পান, কখন তাঁহার

নন্দনের সহিত ভাবিপরিণয়নিবন্ধন মর্ম্মচ্ছেদী দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া হৃদয়ের অকপট স্নেহ ব্যক্ত করেন। ফলতঃ মালতীর মনে ক্রমশঃ এরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, যে কামন্দকী তাঁহার অকৃত্রিম-স্নেহবতী পরমহিতৈষিণী। কামন্দকীর উপর তাঁ-হার সাতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ জন্মিল। কাম-ন্দকী যা বলেন, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ আস্থা জন্মে ও পরমহিতকর বোধ হয়। কামন্দকী, শকুন্তলা বাসবদত্তাপ্রভৃতির ইতিবৃত্ত উত্থাপিত করিলে, মালতী অভিনিবেশ পূর্ব্বক সমুদায় শ্রবণ করিয়া কথা সমাপ্তে, মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতে থাকেন, নন্দনে কর-প্রদানের প্রসঙ্গনিবন্ধন অন্তঃ-করণের নিগূঢ় বেদনা অভিব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের তাদৃশ শল্য উন্মূলনের নিমিত্ত কামন্দকীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কামন্দকীর অনাগমনে অত্যন্ত কাতর হন, তাঁহার সন্নিধানে সুস্থ থাকেন ও তাঁহার বিদায়সময়ে করদ্বয়ে তাঁহার কণ্ঠ-নিরোধ পূর্ব্বক প্রত্যাগমনের সময় প্রার্থনা করেন। ফলতঃ মালতী কামন্দকীর একান্ত বশতাপন্না ও হস্তগতা হইলেন।

কামন্দকী এখন মালতীর নিকট স্বাভিপ্রায় প্রস্তাবিত করিবার অবসর দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী উপস্থিত, সে দিন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবেন, মানস করিলেন। প্রভাতে মালতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বৎসে, অদ্য কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দশীতে স্বহস্তে পুষ্পাবচয়ন পূর্ব্বক শঙ্কর দেবের অর্চ্চণা করিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়, এই নগরপ্রান্তে কুসুমাকরনামক উদ্যানে শঙ্করদেবের অধিষ্ঠান, চল, তথায় গিয়া শঙ্করের পূজা করিবে। মালতী তাহাতে সম্মত হইলেন।

এদিকে, কামন্দকী অবলোকিতার হস্তে, মাধবকে, কুসুমাকরোদ্যানে গিয়া লতাকুঞ্জগহনে লুক্কায়িত থাকিতে, সম্বাদ দিলেন। মাধব কামন্দকীর আদেশা-নুসারে একাকী কুসুমাকরোদ্যানে গিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গুপ্তভাবে রহিলেন। কামন্দকী অমাত্যের স-ম্মতি লইয়া মালতী ও লবঙ্গিকার সহিত উদ্যানে গমন করিলেন।

প্রভাতে উদ্যানমধ্যে জাতি জূতি বেল মল্লিকা

প্রভৃতি বিকসিত কুসুমজালের মনোহর সৌরভ মন্দ মন্দ শীতলসমীরণহিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে, মধুপূর্ণমঞ্জরীশোভিত সহকারশাখায় কোকিলগণ মধুপানে মত্ত হইয়া কুহুরবে যেন স্বীয় সহচরীর চিত্তানুবর্ত্তন করিতেছে, মধুলুব্ধ মধুকর-শ্রেণী গুণগুণস্বরে যেন মকরকেতুর জগদ্বিজয়গীতি অভ্যাস করিতেছে, তরুশাখা হইতে হিমবিন্দু বিস্র-ত হইয়া ধরণীতল আর্দ্র করিতেছে, বোধ হয়, যেন তরুগণ মালতীর আধিজনিত শরীরদশা দেখিয়া সকরুণচিত্তে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, বনদেবতা যেন শঙ্করের অর্চ্চণাভিলাষে অনবরত শিশীরার্দ্র সেফা-লিকা বকুল প্রভৃতি পুষ্পসমূহ ভূতলে রাশীকৃত করিতেছেন। মালতী ঈদৃশ স্থানে পদার্পণ করিতেই তাঁহার মন্মথপীড়িত চিত্ত ব্যথিতহইল। তিনিপূজার নিমিত্ত ইতস্ততঃ পুষ্পাচয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন

মাধব কুঞ্জব্যবধানে অপবারিতশরীরে মাল-তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কুঞ্জের অন্তরাল দিয়া মালতীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে, তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত ও মত্ত, নয়ন পরিতৃপ্ত ও গাত্র স্বেদার্দ্র পুল

কাবৃত হইয়া উঠিল। ফলতঃ পুষ্পধন্বা মালতীরূপ ভুবনবিজয়ী শস্ত্র হস্তে করিয়া মদনদহনের সন্নিধানেও মাধবের মনঃক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে শঙ্কা করিলেন না।

ক্ষণেক পরে কামন্দকী মালতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, বৎসে নিরস্ত হও, আর পুষ্পচয়নে প্রয়োজন নাই। তোমার মুখচন্দ্র মুক্তাসদৃশ স্বেদবিন্দুজালে সুশোভিত, হস্তপদ ম্লান মৃণালীর ন্যায় ক্লান্ত, বচন স্খলিত ও নয়ন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, অতএব আমার সমীপে উপবিষ্ট হও, আমি একটি কথা বিজ্ঞাপন করি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। কামন্দকী এই কথা বলিলে, মালতী ও লবঙ্গিকা কামন্দকীর সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন ও অবহিতচিত্তে কামন্দকীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

কামন্দকী মালতীর চিবুকোন্নমন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। বৎসে, একদা প্রসঙ্গক্রমে অমাত্যদেবরাতের অপত্য মাধবের কথা উত্থাপিত হই-

য়াছিল, বোধ হয়, বিস্মৃত হও নাই। মাধব মন্মথোৎসবদিবসে দৈবের নির্ব্বন্ধবশতঃ এই মুখশশী অবলোকনে মন্মথপীড়ায় অতিকাতর হইয়াছেন। বৎস স্বভাবতঃ বিনয়ী, গম্ভীর, ধীর; তথাপি তাঁহার হৃদয়সন্তাপ চিত্তের নৈসর্গিকী ধীরতা পরাভূত করিয়া আবির্ভূত হইতেছে। তাঁহার অভিমত প্রণয়িজনের সহিত সংলাপসুখে রুচি নাই, সকললোকপ্রমোদন সুশীতল শশিকরেও তৃপ্তি নাই। তাদৃশ দুর্ব্বাশ্যাম সুকুমার শরীর কতিপয় দিবসের মধ্যেই মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিক্ষীণ হইতেছে। এমন কি, সাতিশয়নির্ব্বেদবশতঃ ভারভূতদেহবিসর্জ্জনেও উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুতঃ বৎসের জীবনসংশয়।

কামন্দকী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, লবঙ্গিকা বলিল, “ভগবতি, আপনি কথা উত্থাপন করিলেন, অতএব আমারও আর গোপনে প্রয়োজন কি। অস্মদীয় ভর্তৃদারিকাও মহানুভবমাধবনিবন্ধন অনুরাগবিষে তদনুরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ গবাক্ষ হইতে ভবনাসন্ন নগররথ্যায় তাঁ-

হাকে পরিক্রম করিতে দেখিয়া প্রিয়সখীর সুকুমার চিত্ত এরূপ অপহৃত হইয়াছে, যে এই দেখুন এই সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি কীদৃশ দশাবিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেদিন মদনোদ্যানে স্বকীয় মহোৎসব দর্শন নিমিত্ত শরীরবিশিষ্ট স্বয়ং কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার সবিশেষ দর্শনে ইহাঁর শরীর-সন্তাপ এতদূর প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, যে রজনীতে নিদ্রা নাই, জলার্দ্র কমলিনী-দলবিরচিত শয়নীয়ে রজনী যাপন করেন। যদি কথঞ্চিৎ নিদ্রা হয়, অমনি স্বপ্নলব্ধ প্রিয়সমাগমে পদতলে লাক্ষারাগ স্বেদজলে প্রক্ষালিত ও কপোলতল পুলকাবৃত হয়, পরক্ষণেই নিদ্রাভঙ্গে শয্যাতল শূন্য দেখিয়া তুষারসিক্ত মৃণালীর ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হন। এই দেখুন মাধবের স্বহস্তরচিত বকুলমালা জীবনতুল্য বোধে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতিকৃতি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দিনযামিনী যাপন করেন। আমরা কি করি, কিছুই উপায় দেখি না। দারুণ দৈব কৃতান্ত-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পঞ্চশর আর কতদিন এই পেলব শরীরে ক্লেশ দিবেন, বুঝিতে পারি না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমত সময়ে অমাত্য নন্দনের সহোদরা মদয়ন্তিকা, মালতী কামন্দকীর সহিত কুসুমাকরোদ্যানে শঙ্করদেবের অর্চ্চনা করিতে গিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া উদ্যানে আসিতেছিলেন, পথে, মঠস্থিত একটা দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল যৌবনোচিত রোষভরে লৌহপিঞ্জর চূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। তাঁহার সহচরী বুদ্ধরক্ষিতা ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিতে করিতে উদ্যানে আসিয়া সমাচার দিল। সকলে সম্ভ্রান্ত হইল, মাধব সসম্ভ্রমে "কোথায় কোথায়" এই বলিয়া কুঞ্জগহন হইতে বাহির হইলেন। মালতী সহসা মাধবকে দেখিয়া লজ্জায় ভূমিনিহিতনয়নে স্থির হইয়া রহিলেন। বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, উদ্যানে আসিতে ঐ চতুষ্পথমুখে এই দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিয়াছে। মাধব বিকট বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বদ্ধপরিকরে করে তরবারি ধারণ করিয়া বুদ্ধরক্ষিতার সহিত গমন করিলেন। কামন্দকী, মালতী ও লবঙ্গিকাও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। চতুষ্পথে গিয়া দেখেন, মকরন্দ ভূমিনিহিত অসিলতায় নির্ভর করিয়া মোহমীলিতনয়নে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার গাত্র নখ-

মাধব, মকরন্দ কিরূপে সহসা তথায় সমাগত হইয়া মদয়ন্তিকার প্রাণ-ত্রাণ করিলেন, তাহা জিজ্ঞাসিলে, মকরন্দ বলিলেনঃ "আমি অদ্য নগরমধ্যে এক অমঙ্গল জনশ্রুতি শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া এখানে আসিতেছিলাম, পথে দেখি, যে এই কামিনীকে ঐ বিকট শার্দ্দূল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমি অমনি শার্দ্দূলাভিমুখে ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিলাম,,। এই কথা হইতে হইতে, নন্দনের অনুচর আসিয়া মদয়ন্তিকাকে সংবাদ দিল, "যে অদ্য মহারাজ সাতিশয়-অনুগ্রহ-সহকারে অমাত্য ভূরিবসুর সহিত অস্মদীয় ভবনে আসিয়া অমাত্যকে মালতী প্রদান করিবেন, সর্ব্বসমক্ষে এই বাগ্দান করিয়াছেন, সকল স্থির হইয়াছে, বিবাহের দিনস্থিরও হইয়াছে। এখন তোমায় গৃহে আসিতে অমাত্য অনুমতি করিতেছেন,,। মকরন্দ বলিলেন, এই জনশ্রুতি আমারও শ্রুতিপথে পতিত হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া মাধব ও মালতীর প্রফুল্ল মুখশোভা ম্লান হইল। মালতী জীবনাশার সহিত

মাধবের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন ও মাধবানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে যাবজ্জীবন শল্যরূপে বিদ্ধ রহিল। মাধবের বহুদিবসোপচীয়মান আশাতন্তু বিসিনী-সূত্রের ন্যায় একেবারে ছিন্ন হইল ও মনোব্যথায় বিহ্বল হইলেন। মদয়ন্তিকা হৃষ্টচিত্তে মালতীকে নানা প্রিয়বচনে সম্ভাজন পূর্ব্বক বুদ্ধরক্ষিতার সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কামন্দকী, মালতী ও মাধবের বদনকমল ম্লান দেখিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,"বৎস, ভূরিবসু স্বয়ং তোমায় মালতী প্রদান করিবেন না, তবে এই মালতীর দানসংবাদ শ্রবণে এত কাতর হইলে কেন। যদি বল ভূরিবসু পূর্ব্বে বাগ্দান করিলেন, কি রূপে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই। বোধ হয়, তোমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবে, যে রাজা মালতীর পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিলেই, ভূরিবসু বলিয়া থাকেন, যে "মহারাজ, আপনার কন্যা আপনি যা করেন,,। ভূরিবসুর এই বচন চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনৃতাত্মক। মালতী মহারাজের কন্যা নয়, ও প্রজাগণের কন্যা

প্রদানে নৃপতির হাত আছে, এমন কোন শাস্ত্রও নাই। মানবগণের আচার ব্যবহার সমুদায় বাক্যের আয়ত্ত ও প্রতিজ্ঞাপালনাপালন পুণ্যাপুণ্য হেতু। যদি ভূরিবসু ঈদৃশ চাতুরীযুক্ত বাক্য প্রয়োগ না করিয়া সরলবাক্যে কন্যাপ্রদানের প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই তাদৃশ অঙ্গীকার পালন করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার বাক্য পর্য্যালোচন করিয়া দেখ, তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন নাই,,।

কামন্দকী এইরূপে বিস্তর বুঝাইলেন, মাধব সকলই প্রবোধবচনমাত্র জ্ঞান করিলেন। যাহা হউক, বেলা অধিক হইয়া উঠিল, কামন্দকী মালতীকে লইয়া অমাত্যভবনে গমন করিলেন। মাধব মকরন্দের সহিত নিরাশচিত্তে আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুতেই সুস্থির নন, কি উপায়ে মালতীর করপ্রাপ্তে সার্থকজন্মা হইবেন, সতত এই চিন্তা তাঁহার মনে জাগরূক রহিল। শাস্ত্রে কথিত আছে, শ্মশানে মহামাংস বিক্রয় করিলে ইষ্টলাভ হয়, মাধবের তাহাতেও প্রবৃত্তি জন্মিল।

দিবাবসান হইল, রজনী উপস্থিত। গগণপ্রান্ত

শ্যামবর্ণ হইতে লাগিল, বোধ হয়, যেন বসুমতী ক্রমশঃ সাগরজলে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাত্যাবেগপ্রসারিত ধূমপুঞ্জের ন্যায় তমোরাশিতে ভুবনতল পরিপূর্ণ হইল। উন্নতানত ভূভাগ সমতল বোধ হইতে লাগিল ও রথ্যায় তমোমধ্যে দৃষ্টিপ্রসার প্রতিহত হইতে লাগিল। সকল নিস্তব্ধ হইল। মাধব বামকরে তরবারি ও দক্ষিণে নরমাংসপিণ্ড ধারণ পূর্ব্বক নগরপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্মশানে ভূতপ্রেতগণ কিল কিল কোলাহল শব্দে কেলি করিতেছে। পিশাচীগণ গাত্রে শোণিতদ্বারা কুঙ্কুমবিন্যাস ও অন্ত্রজালে করে করসূত্র রচনা করিয়াছে, এবং পুণ্ডরীকসদৃশ শবহৃদয়ের মালা গলায় দিয়া স্বস্ব কান্তের সহিত মজ্জারূপসুরাপানে মত্ত আছে। দীর্ঘজঙ্ঘ কৃষ্ণকায় পুতনসমূহ দলবদ্ধ হইয়া ক্ষুধাতিশয়ে রাশি রাশি নৃমাংস আস্যমধ্যে প্রদান করিতেছে, সমুদায় গলাধঃকৃত হইতেছেনা, মুখে অতিরিক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে ও সমীপবর্ত্তী কুক্কুরগণ সেই মাংস ঘর্ঘরশব্দে ভক্ষণ

করিতেছে। লম্বোদর বিবর্ণ দীর্ঘদেহ ভূতগণ আস্য ব্যাদান পূর্ব্বক প্রকাণ্ড রসনা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে। কোথাও এক শীর্ণকায় কৌণপ স্বীয় অঙ্কে শবদেহ স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ তাহার ছাল তুলিয়া ভক্ষণ করিল; পরে অংস পার্শ্ব পৃষ্ঠ হইতে দুর্গন্ধি মাংসপিণ্ড গ্রাস করিল, পরিশেষে কঙ্কালকোটরস্থিত মাংসখণ্ড অবশিষ্ট রহিল না। কোথাও পিশাচগণ প্রজ্বলিত চিতারাশি হইতে মেদঃস্রাবী প্রেতদেহ সমাকর্ষণ পূর্ব্বক তাপবিগলিত মাংসরাশি গলাধঃকরণ করিয়া, পরিশেষে তাহার জঙ্ঘানলকও নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক মজ্জধারা পান করিতেছে। মাধব শ্মশানভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক, "ভো ভো শোণিতমাংস প্রিয় কৌণপগণ, আমি অকৃত্রিম অশস্ত্রপূত মহামাংস বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, গ্রহণ কর," এই বলিয়া শ্মশানের ইতস্ততঃ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ভূতগণ মাধবের শব্দে এক উৎকট কোলাহল ধ্বনি করিয়া শ্মশান হইতে প্রস্থান করিল।

মাধবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, তাহাতে, তাঁহার মনোরথ সাধনে দৈব নিতান্ত প্রতিকূল বুঝিয়া, তিনি মালতীর আশা পরিত্যাগ করিলেন। এবং নিতান্ত ভগ্নচিত্তে আবাসে প্রত্যাগমন করেন, এমত সময়ে শ্মশানপ্রতিষ্ঠিত করালা দেবীর মন্দিরাভিমুখ হইতে, ' হা অম্ব, হা তাত নিষ্করুণ, ইত্যাকার করুণধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। শ্মশানমধ্যে রজনীতে বিকলকুররীধ্বনির ন্যায় তাদৃশ করুণনাদ শ্রবণে, তাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন ও কম্পিত হইল। বোধ হইল, পূর্ব্বে যেন কখন ঐ প্রকার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। যাহাহউক, তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া করালার মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন, মালতী বধ্যবেশে দেবীর সম্মুখে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার রক্তবস্ত্র পরিধান, গলে জপামালা, অনবরত "হা তাত নিষ্করুণ, আমাদ্বারা নরেন্দ্রের চিত্ততোষ করিবে, মানস করিয়াছিলে, অদ্য তোমার সে আশা বিফল হইল; হা অম্ব স্নেহময় হৃদয়ে, দৈবের বিষম ব্যাপারে বঞ্চিত হইলে; হা

মালতীময়জীবিতে ভবগতি, তুমি সতত মালতীর কল্যাণানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিলে, এখন তোমার মোহপরাঙ্মুখ চিত্তও সাংসারিক দুঃখে ব্যথিত হইবে; হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, এখন স্বপ্নেই আমার দর্শন পাইবে; হা দয়িত নাথ মাধব, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলাম বলিয়া আমায় বিস্মৃত হইও না, যে বল্লভজনের চিত্তে সতত জাগরূক থাকে, তাহাকে উপরত বলা যায় না ,, এই প্রকার আর্ত্তনাদে রোদন করিতেছেন। কপালমালাভূষিতা জটাধারিণী এক যোগিনী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন ও এক যোগী খড়্গ হস্তে দেবীর স্তুতিপাঠ করিতেছেন।

যোগী, "চামুণ্ডে, মন্ত্রসাধনারম্ভে উদ্দিষ্ট পূজা গ্রহণ করুন ,, এই বলিয়া খড়্গোত্তোলন করিতেই মাধব দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়া খড়্গতল হইতে মালতীকে আচ্ছেদন পূর্ব্বক স্বীয় প্রকোষ্ঠে গ্রহণ করিলেন। যোগী স্বীয় উদ্যমের ব্যাঘাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া আরক্তনেত্রে মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন; 'রে ব্রাহ্মণবালু, তুই

ব্যাঘ্রকবলপতিত মৃগীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্তে সাহসপূর্ব্বক তাহার প্রাণরক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিস্; ভাল, আয়্, অগ্রে তোরই শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতজননীর অর্চ্চনা করি। মাধব বলিলেন, 'রে দুরাত্মন্ পাষণ্ড! অদ্য সংসার অসার, লোক আলোকশূন্য, কন্দর্প দর্পহীন, ও জগৎ জীর্ণারণ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্; মালতী ত্রিভুবনের রত্ন, মালতী বিনা বান্ধবজনের জীবন থাকিবে না। দেখ্, যে সুকুমার শরীর পরিহাসের সময় সখীগণের কুসুমতাড়নেও ব্যথিত হয়, তাহাতে কঠোর শস্ত্রক্ষেপে উদ্যত হইয়াছিস্; আমি এক্ষণেই তোর ঈদৃশ উৎকট পাপের অনুরূপ দণ্ডবিধান করিব।

উভয়ের এইরূপ বহুবিধ বাগ্বিতণ্ডা হইতেছে, এ দিকে মালতীকে অন্বেষণ করিতে এক দল সেনা কামন্দকীর আদেশানুসারে শ্মশানের চারি দিক অবরোধ করিল। মাধব মালতীকে তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যোগীর সহিত রণব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক ক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম হইল, মাধব অশেষবিধ যুদ্ধকৌশল ব্যক্ত

করিলেন, পরিশেষে মাধবের শস্ত্রপ্রহারে যোগীর প্রাণবিয়োগ হইল। যোগী পূর্ব্বে করালায়তনে মন্ত্রসাধন করিতেন, তাঁহার নাম অঘোরঘণ্ট। অঘোরঘণ্ট মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়, করালীর আদেশ হয় যে, মন্ত্র সিদ্ধ হইলে তাঁহার নিকট এক যোষারত্ন বলি প্রদান করিতে হইবে। যোগীর মন্ত্র সিদ্ধ হইল, তিনি দেবীর পূর্ব্বোপযাচিত স্ত্রীরত্ন আহরণে স্বীয় শিষ্যা কপালকুণ্ডলাকে অনুমতি করিলেন। যোগিনী, মালতী দেবীর মনোমত হইবে, মনে মনে এই লক্ষ্য করিলেন ও চতুর্দ্দশীতে রাত্রিযোগে মালতীকে প্রাসাদোপরি নিদ্রিত দেখিয়া তদবসরে আকাশমার্গে তাঁহাকে শ্মশানে আনিয়াছিলেন। এখন যোগিনী গুরুর প্রাণসংহারে সশঙ্ক হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু যেরূপে পারেন মাধবের অপকার করিতে সতত অভিনিবিষ্ট রহিলেন। যাহারা মালতীকে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা মালতী প্রাপ্তে সানন্দচিত্তে মাধবের বিস্তর স্তুতিবাদ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মাধবের মালতীর করলাভের আশা অদ্য

পরিসমাপ্ত হইল, তিনি ভগ্নচিত্তে আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রায় মাসাতীত হইল, মালতীর বিবাহের দিন উপস্থিত। মালতী দেখিলেন, অদ্য পিতার মনোরথ পূর্ণ হইবে, কোনরূপে নিস্তার নাই। তিনি আপনার হতজীবন বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু সখী ও স্বজনবর্গ সতত পার্শ্ববর্ত্তী, কোনরূপে আপনার অধ্যবসায় সাধনের সুযোগ পাইলেন না। অপরাহ্ণে, কামন্দকী শুভ পরিণয়ে বিঘ্ন দূর করিবার নিমিত্ত মালতীকে লইয়া নগরদেবতা অর্চ্চনা করিতে যাইবেন, তাহার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অনুচরগণ ছত্র চামর হস্তে সজ্জীভূত হইল, মঙ্গলমৃদঙ্গধ্বনি সজলজলদনাদ অনুকরণ করিতে লাগিল, বারযোষাগণ এক এক করিণী আরোহণপূর্ব্বক মঙ্গলগীতি আরম্ভ করিল। মালতী মনোহর বস্ত্রালঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক করেণুকায় আরোহণ করিয়া কামন্দকী ও লবঙ্গিকার সহিত নগরদেবতামন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাধবের সহিত কামন্দকীর কথা ছিল, যে তিনি

দিবাবসানে মকরন্দের সহিত নগরদেবতামন্দিরে অবস্থিতি করিবেন। মাধব কামন্দকীর আদেশানুসারে মকরন্দের সহিত দেবগৃহে মালতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কামন্দকীর নীতি ফলবতী হইবে কি না, এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইতেছে। কামন্দকী মন্দিরের নাতিদূরে উপস্থিত হইয়া তথায় মালতীর অনুচরবর্গ সন্নিবেশ পূর্ব্বক কেবল মালতী ও লবঙ্গিকার সহিত মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইয়া মালতী করেণুকা হইতে অবরোহণ করিলেন। কামন্দকী তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক মন্দিরের, উপর উঠিলেন। এ দিকে সন্ধ্যাও উপস্থিত হইল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এমন সময়ে ভূরিবসুর প্রতীহারী আভরণপেটক, কুসুম ও চন্দন হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া কামন্দকীকে নিবেদন করিল, "ভগবতি! মহারাজ ভর্ত্তৃদারিকার ভূষার নিমিত্ত এই আভরণজাল অমাত্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; অমাত্য, ইহাকে আপনি এই স্থানেই ভূষিত করিবেন বলিয়া, এই সকল আপনার নিকট

প্রেরণ করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ ও মৌক্তিকহার, এই ধবলাংশুক চোলক ও উত্তরীয়, এই কুসুম ও চন্দন।" কামন্দকী সমুদায় গ্রহণ করিলেন, প্রতীহারী প্রস্থান করিল। কামন্দকী মালতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসে! তুমি লবঙ্গিকার সহিত মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবতাপূজা সম্পাদন কর, আমি ততক্ষণ শাস্ত্রসম্বাদপূর্ব্বক কোন্ কোন্ আভরণ বিবাহসময়ে পরিধানযোগ্য ও মঙ্গলকর, তাহা নিশ্চয় করি, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

লবঙ্গিকা মালতীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিল ও তাঁহার নিকট কুসুম ও চন্দন হস্তে করিয়া দেবতাপূজা করিতে নিবেদন করিল। মালতী বলিলেন, সখি! দৈবদুর্ব্যবসায়দগ্ধ চিত্তে আর কেন ক্ষারক্ষেপ কর। যাহা হউক, আর গোপনে প্রয়োজন কি? আমি এ হতজীবন বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বাণ হইব, দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছি। শৈশবাবধি তোমার সহিত একত্র পাংশুক্রীড়া, সতত একত্র সহবাস ও তাহাতে তদবধিই এত দূর বিশ্রম্ভ বৃদ্ধি হইয়াছে, যে তোমাকে স্বীয় সং-

হোদরা জ্ঞান করি। এখন তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যে আমি লোকান্তর গমন করিয়াছি, শ্রবণ করিয়া জীবিতপ্রদায়ি মাধবের তাদৃশ শরীর-রত্ন যাহাতে বিনষ্ট না হয় ও সংসারে ঔদাসীন্য না জন্মে, তাহা করিবে, তাহা হইলেই যথেষ্ট কৃতার্থ হই; এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গিকা বলিল, সখি! এ সকল অমঙ্গল কথায় প্রয়োজন নাই; তোমার বিঘ্ন দূর হউক, দেবতাপূজা কর। মালতী বলিলেন, সখি! তোমাদের মালতীর জীবনই প্রিয়তর, মালতী প্রার্থনীয় নহে? চিরকাল তাদৃশ আশা প্রদান করিয়া এখন ঈদৃশ কৃচ্ছ্রে পাতিত করা সখীজনের উচিত নয়। যাহা হউক, এখন পরোক্ষে সেই মহাত্মার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক জীবন পরিত্যাগ করিব, এ অধ্যবসায়ে তোমায় অপরিপন্থিনী হইতে হইবে; এই বলিয়া লবঙ্গিকার চরণে পতিত হইলেন। মাধব সেই স্থলে গুপ্ত ভাবে ছিলেন, লবঙ্গিকা ইত্যবসরে মাধবকে সংজ্ঞাপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আপনি তথা হইতে সরিয়া গেল। মাধব অগ্রসর হইয়া

লবঙ্গিকার স্থানে অবস্থিত হইলেন। মালতী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিলেন ‘ সখি! আমার এই কয়েকটী কথা সে মহাত্মাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিবে। ‘আমি কখন স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণশশিমণ্ডলমনোহর তাঁহার বদন সন্দর্শনপূর্ব্বক লোচনোৎসব প্রাপ্ত হইলাম না, কেবল নিরন্তর বৃথা মনোরথ সহস্রে হৃদয় উদ্বেগোন্মথিত হইয়াছে; চন্দ্রাতপে তাপশান্তি দূরে থাক্‌ প্রত্যুত শরীরসন্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও মলয়মারুতে হৃদয়ানল উদ্দীপিত হইয়াছে; পরিশেষে নিতান্ত নিরাশা হইয়াছি’। তুমি, প্রিয়সখি, আমায় সতত স্মৃতিপথে স্থান দিবে ও মাধবের স্বহস্তরচিত এই বকুলাবলী মালতীর জীবনতুল্য বোধে নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করিবে”। এই বলিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে মালা অবতারণ পূর্ব্বক মাধবের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। মালা প্রদান করিয়াই, লবঙ্গিকা সরিয়াছে, অন্যের গলে মালা দিলেন, বুঝিতে পারিলেন।

মালাস্পর্শে মাধবের গাত্র যেন হরিচন্দনের রসে অভিষিক্ত, অথবা চন্দ্রকান্ত মণির নিষ্যন্দে

আর্দ্র হইল। তিনি সানন্দচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, “অয়ি কাতরে! তুমি একাকীই এত দুঃসহ ব্যথা অনুভব করিয়াছ, এমন নয়। আমিও সঙ্কল্পলব্ধ ত্বদীয় সমাগমে কথঞ্চিৎ আধিব্যথা বিনোদন করিয়াছি ও আমাতে তোমার ঈদৃশ স্নেহ অবগত হইয়াই জীবন ধারণ করিয়া আছি। মালতী মাধবের বাক্য শ্রবণে সাধ্বসভরে কিঞ্চিৎ দূরে অপসৃত হইলেন। সেই সময়ে কামন্দকী ‘পুত্রি এ কি!’ এই বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মালতী সকম্পকলেবরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কামন্দকী কহিলেন, “বৎসে! জড়তা পরিত্যাগ কর, যাঁহার নিমিত্ত এতদিন বিষম মর্ম্মব্যথায় কাতর হইয়াছিলে ও যিনি তোমার পাণিগ্রহণে নিতান্ত উৎসুক হইয়া কতই দুষ্কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেই যুবা”। এই বলিয়া মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “বৎস! মালতী ভুবনশ্লাঘ্য ভূরিবসুর একমাত্র দুহিতা; যোগ্যসমাগমরসিক বিধাতা, ভগবান্ মন্মথ ও আমি তোমায় প্রদান করিলাম।

এইরূপে মালতী ও মাধবের চিরবাঞ্ছিত

পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানবাটিকায় অবলোকিতা বৈবাহিক দ্রব্যসমূহ আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, কামন্দকী মাধবকে, তথায় গিয়া মাঙ্গলিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে, অনুমতি করিলেন ও যাবৎ মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা তথায় গমন না করেন, তাবৎ তথায় অবস্থান করিতে বলিয়া দিলেন। রাজপ্রেরিত ভূষণ ও বসনে মকরন্দকে মালতী সাজাইয়া দিলেন। মাধব কামন্দকীর বচনানুসারে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে মালতীর সহিত গমন করিলেন। কামন্দকী মালতীবেশী মকরন্দ ও লবঙ্গিকার সহিত মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া মালতীর অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অমাত্যভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

নন্দন বরবেশে নৃপতি ও আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে ভূরিবসুর ভবনে সমাগত হইলেন। ভূরিবসু শুভলগ্নে নন্দনকে মালতী সম্প্রদান করিলেন। বর ও কন্যা অন্তঃপুরে নীত হইল। কামন্দকী ও তদনুযায়ী মালতীর সখীগণ কৌশলক্রমে মালতীবেশী মকরন্দকে সে রাত্রি গোপনে

রাখিল, কেহই কামন্দকীর চাতুরী উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইল না। স্ত্রীগণের আমোদপ্রমোদে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতে ভূরিবসু স্বীয় ভূতির অনুরূপ সমারোহে বর ও কন্যা বিদায় করিলেন। কামন্দকী ও লবঙ্গিকা মালতীর সঙ্গে চলিলেন।

নন্দন মালতীলাভে প্রফুল্ল হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; নানা মঙ্গলবিধান অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বর ও বধূ গৃহে নীত হইল। কামন্দকী বুদ্ধরক্ষিতার উপর মালতীবেশী মকরন্দের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক নন্দনকে সম্ভাষণ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা দিবাভাগে ছলক্রমে মকরন্দকে গোপনে রাখিল। অপরাহ্নে নন্দন মালতীর চিত্তানুবর্ত্তন করিতে তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ মালতীকে সপ্রেম সম্ভাষণ পূর্ব্বক নানা প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মালতী যেন লজ্জাবশতই এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতবদনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নন্দন মালতীর পাদবন্দন পর্য্যন্তও করিলেন, তথাপি মালতী বদনোত্তোলন করিলেন না। পরিশেষে

নন্দন বলপূর্ব্বক মালতীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করিতে উদ্যুক্ত হইলে, মালতীবেশী মকরন্দ তাঁহার হস্তে হস্তাঘাত করিলেন। নন্দনের, তাদৃশ প্রত্যাদেশে বৈলক্ষ্য ও রোষবশতঃ, অধর স্ফুরিত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি, 'তুই কৌমারবন্ধকী, তোর মুখাবলোকন করিতে চাই না' এই বলিয়া ক্রোধভরে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময়, নন্দনের পরিণয়োপলক্ষে নন্দনের ভবনে অকালে কৌমুদীমহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইল। সকল পরিজন উৎসবে উন্মত্ত ও আকুলীভূত হইল। বুদ্ধরক্ষিতা সেই সময় মদয়ন্তিকাকে আনিয়া মকরন্দের সহিত সঙ্গত করিলে, অভিসন্ধি করিয়া, নন্দন ও মালতীর বিবাদবৃত্তান্ত মদয়ন্তিকার নিকট নিবেদন পূর্ব্বক মালতীর অনুনয়ার্থ তাঁহাকে মালতীর নিকট আনয়ন করিল। মকরন্দ উত্তরীয়াপবারিত শরীরে শয্যাতলে নিদ্রাচ্ছলে শয়ান আছেন, লবঙ্গিকা পার্শ্বে উপবিষ্ট আছে। মদয়ন্তিকা মালতীর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক মালতীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে উপক্রম

করিতেই. লবঙ্গিকা নিবারণ পূর্ব্বক বলিল, সখি! মালতী মনোদুঃখে নিতান্ত অসুস্থ আছেন, এই মাত্র তন্দ্রাগত হইলেন, নিদ্রাভঙ্গ করো না। ক্ষণেক শয্যাপ্রান্তে উপবেশনপূর্ব্বক প্রতীক্ষা কর’। মদয়ন্তিকা তথায় উপবেশন করিলেন ও লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘সখি। মালতীর মনোদুঃখের কারণ কি? লবঙ্গিকা বলিল, সখি! তোমার জ্যেষ্ঠ যে সুরসিক তাহাতে মালতীর মনোদুঃখ নিতান্ত অসম্ভব নয়। মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, সখি! বিপরীত দেখিলে? বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, সখি! বিপরীত নয়; দেখ, অমাত্য মালতীর চরণানত হইলেও, মালতী লজ্জাধিক্য প্রযুক্তই তাঁহাকে তাদৃশ প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। মালতী নববধূ, তাহাতে তাঁহাকে উপালম্ভ করা যায় না। বিশেষতঃ যোষাজাতি কুসুমসধর্ম্মা, অতিসুকুমার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হয়। লবঙ্গিকা রোদন করিতে করিতে বলিল, ‘সখি! সকলেই কুলকুমারীগণের করগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই দুঃসহ কটুবাক্যানলে দগ্ধ করে না। ঈদৃশ

অসহ্য হৃদয়শল্য আমরণ কখনই বিস্মৃত হইবার নয়। ইহাতে পতিগৃহবাসে নিতান্ত বিরাগ জন্মে ও এইনিমিত্তই স্ত্রীজন্ম বান্ধবজনের নিতান্ত ঘৃণাস্পদ'।

লবঙ্গিকা এই কথা বলিতে, মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতার মুখে, নন্দন মালতীকে কৌমারবন্ধকী বলিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কর্ণে হস্তার্পণ ও লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন, 'যাহা হউক, যদিও আমার ভ্রাতার দোষ হইয়া থাকে, তথাপি তিনি স্বামী বলিয়া তাঁহার চিত্তমোদন করা তোমাদের উচিত। বিশেষতঃ তিনি যে কটু কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে; মালতীর মাধবে অনুরাগবিষয়ক লোকাপবাদই তাহার মূল। যাহা হউক, প্রিয়সখি! এখন যাহাতে ভ্রাতার হৃদয় হইতে ঈদৃশ অপক্ষাভিনিবেশ দূরীকৃত হয়, তাহাতে সর্ব্বথা যত্নবতী হইবে; নতুবা মহাদোষের কথা'।

লবঙ্গিকা বলিল, 'সখি! বৃথা লোকাপবাদ শ্রবণে তোমারও তাহাতে আস্থা জন্মিয়াছে, ও

কথায় আর উত্তর দেওয়া উচিত নয়'। মদয়ন্তিকা বলিলেন, 'লবঙ্গিকে! কোপের বিষয় নয়; বল দেখি, সে দিন কুসুমাকরোদ্যানে মালতী ও মাধবের স্নেহমধুর অন্যোন্য দৃষ্টিসংভেদ ও মালতীর দানবৃত্তান্ত শ্রবণে উভয়ের ম্লান মুখকমল কে না লক্ষ্য করিয়াছে। বিশেষতঃ সে মহানুভবের মূর্চ্ছাভঙ্গে মাধব মালতীকে হৃদয় ও জীবিত প্রীতিদায়স্বরূপে অর্পণ করিলেন, তুমিও, প্রিয়সখি! তাহা স্বীকার করিয়া লইলে।

এই কথা বলিতেই লবঙ্গিকা বলিল, 'সখি! কোন্ মহানুভবের মূর্চ্ছাভঙ্গের কথা বলিলে? মদয়ন্তিকা বলিলেন, 'মনে নাই, যিনি সকললোকসারভূত স্বকীয় জীবনও পণপূর্ব্বক শার্দ্দূলগ্রাস হইতে আমার প্রাণত্রাণ করিয়াছিলেন'। এই বলিতে বলিতে তাঁহার গাত্রে পুলকরাজি আবির্ভূত হইল। লবঙ্গিকা বলিল, 'বুঝিয়াছি, মকরন্দের কথা বলিতেছ। যাহা হউক, মালতীর উপর যে দোষারোপ করিলে, ভাল, তাহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তুমি কুলকুমারী, মকরন্দের কথায় তোমার গাত্র কেন রোমাঞ্চিত হইল।

মদয়ন্তিকা লজ্জাবনতবদনে বলিলেন, 'সখি! আমায় উপহাস কর কেন, সে আত্মনিরপেক্ষ পরোপকারির নামস্মরণেও আমার চিত্ত প্রীতিপূর্ণ হয়'। লবঙ্গিকা বলিল, 'আর ছলে প্রয়োজন কি, আমরা সমুদায় জানি, এখন কিরূপে সময় অতিবাহন করিতেছ, বল; এস, বিশ্রম্ভগর্ভ কথায় সুখে কালযাপন করি'। বুদ্ধরক্ষিতাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল।

মদয়ন্তিকা দেখিলেন, আর সম্বরণের উপায় নাই, বুদ্ধরক্ষিতাও লবঙ্গিকার মতে মত প্রদান করিল, অগত্যা এতদিনের মনের কথা অভিব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। 'সখি! প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে সেই মহাত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে চিত্ত নিতান্ত অস্থির ও উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর বিধিনিয়োগবশতঃ সে দিন কুসুমাকরোদ্যানে তাঁহার মনোহর রূপ দর্শনে হৃদয়রাগ এত দূর বিজৃম্ভিত হইয়াছে, যে অন্তঃকরণের সাত্ত্বভাব উন্মথিত হইয়াছে; একান্ত বিনোদনবিহীন ও অশরণ হইয়াছি। এখন এ হতজীবনের শেষ হইলেই

নির্বৃতি প্রাপ্ত হই; কেবল বুদ্ধরক্ষিতাই প্রত্যাশা প্রদান করিয়া তাহাতে পরিপন্থিনী হইয়াছে। মনে মনে অবিরত মনোরথজালে উন্মত্ত হইয়া সতত স্বপ্নে ও সঙ্কল্পে তাঁহারই মনোহর বপুঃ অবলোকন করি, তদবসরে উভয়ে কতই মনো-মত সুখে মত্ত থাকি; কিন্তু মন্দভাগিনীর সুখ কতক্ষণ, তৎক্ষণাৎ জীবলোক শূন্যারণ্যসদৃশ প্রতীত হয়'।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এদিকে দ্বিতীয়-প্রহরসূচক পটহধ্বনি উত্থিত হইল। মদয়ন্তিকা রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, নন্দনকে আনিয়া মালতীর উপর অনুনীত করিবেন, এই মানসে গাত্রোত্থান করেন, অমনি মকরন্দ মুখাবরণ উদ্ঘা-টনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। মদয়-ন্তিকা, মালতীর বুঝি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, মনে করিয়া নেত্রপাত পূর্ব্বক মকরন্দকে দেখিয়া সাধ্ব-সভরে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধরক্ষিতা বলিল 'সখি! এতক্ষণ যাঁহার কথা কহিতেছিলে; এই সেই তোমার হৃদয়বল্লভ। এখন নিশীথসময়, সকল পরিজন উৎসবে ক্লান্ত হইয়া প্রসুপ্ত হই-

য়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নূপুর উৎক্ষেপ কর, এস, মালতী ও মাধব যথায় আছেন, তথায় গমন করি'। মদয়ন্তিকা সহসা মালতী ও মাধবের পরিণয়সংবাদ শ্রবণে বিস্মিত হইলেন ও নন্দন কিরূপে বঞ্চিত হইলেন বুদ্ধরক্ষিতার মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সকলে পক্ষদ্বার দিয়া অমাত্যবেশ্ম হইতে বহির্গত হইলেন ও রাজমার্গ দিয়া, মালতী ও মাধব যে উদ্যানে আছেন, তদভিমুখে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রাজপ্রাসাদের নিকট নগররক্ষী পুরুষগণ তাঁহাদিগকে অভিযোগ করিল; ও তথায় গোলযোগ হইতে হইতে মহা জনসম্বর্ত্ত উপস্থিত হইল। এদিকে নিশানাথ রজতরজ্জুসদৃশ রশ্মিজাল প্রসারণপূর্ব্বক তমোরাশি ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। নৃপতি মহাকলরবে, বৃত্তান্ত কি, দেখিতে সৌধোপরি আরূঢ় হইলেন ও সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়া রোষভরে তাঁহার নয়ন আরক্ত, অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। ভূরিবসু ও নন্দনও

তথায় উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত জানিয়া লজ্জায় অবনতবদন ও ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন। মকরন্দ এইরূপ গোলযোগ হইবার অগ্রেই মদয়ন্তিকাকে লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার সহিত মাধবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মাধব দীর্ঘিকাতটে কেতকরজোবাহী মলয়মারুতহিল্লোলে চন্দ্রাতপে মালতীর সহিত রসপ্রসঙ্গে কালহরণ করিতেছিলেন, সহসা লবঙ্গিকার মুখে বয়স্যের বিপত্তির বিবরণ শ্রবণে আপনার নৈসর্গিক সময়োচিত পুরুষকার আবিষ্কারপূর্ব্বক মকরন্দের আনুকূল্য করিতে গমন করিলেন। মালতী, লবঙ্গিকা, মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা ঐ উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মাধব দ্রুতবেগে জনতামধ্যে প্রবেশ করিয়াই এক জন মল্লের হস্ত হইতে তীক্ষ্ণ তরবারি ও অন্যান্য শস্ত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অসাধারণ পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইল, মাধব একাকী অশেষবিধ রণনৈপুণ্য সহকারে মল্লাদিগকে পরাজিত করিলেন।

নৃপতি মাধবের অসাধারণ পৌরুষ দর্শনে

হইয়া বিরোধনিবারণের অনুমতি করিলেন; ও মাধব ও মকরন্দকে আপনার নিকট সৌধো-পরি আনাইয়া মাধবের বিস্তর স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কলহংসকের মুখে উভয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মাধব ও মকরন্দের যৎপরো-নাস্তি বহুমান করিলেন। ভূরিবসু ও নন্দনকে নানা মধুরবচনে বুঝাইয়া তাঁহাদের বৈলক্ষ্য ও কোপশান্তি করিলেন। মাধব ও মকরন্দ তখন-কার মত নৃপতির নিকট বিদায় লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন।

তাঁহারা উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘিকাতটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ইত-স্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। লতাবিটপ-মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে লবঙ্গিকা ও মদয়-ন্তিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল; মাধব ব্যগ্রস্বরে তাঁহাদের নিকট মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে মদয়ন্তিকা বলিলেন, 'মহাভাগ! আপনি উদ্যান হইতে বহির্গত হইতেই মালতী আপনাকে সাব-ধান করিতে লবঙ্গিকাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিলেন ও ভগবতী কামন্দকীর নিকট সমাচার

দিতে বুদ্ধরক্ষিতাকে পাঠাইলেন। ক্ষণেক পরে লবঙ্গিকার বিলম্ব দেখিয়া ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত লবঙ্গিকাকে দেখিতে অগ্রসর হইলেন, আমি দীর্ঘিকাতটেই উপবিষ্ট রহিলাম। কিঞ্চিৎ পরে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আর তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাই না। এখন আমরা অন্বেষণ করিতেছি, আপনারাও উপস্থিত হইলেন'।

মাধব এই কথা শুনিয়া শোকাকুলচিত্তে বিহ্বল হইয়া সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহার কপোলযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মকরন্দ বলিলেন, 'বয়স্য! স্থির হও; কামন্দকীর নিকট যাইবারও সম্ভাবনা আছে'। পরে সকলে কামন্দকীর আশ্রমে গমন করিলেন; কিন্তু সেখানেও দেখিতে পাইলেন না। কামন্দকী মালতীর সহসা অদর্শনবৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সে রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রভাতে কামন্দকী সর্ব্বত্র মালতীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও উদ্দেশ পাইলেন না।

মাধব অত্যন্ত অধীর হইলেন ও মালতীবিরহে পরিচিত প্রদেশ দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পদ্মাবতী

পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃহদ্রোণীশৈলকান্তরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তথায় গমন করিলেন। মকরন্দও বয়স্যের গতি অবলম্বন করিলেন। কামন্দকী ও লবঙ্গিকাও মালতীশোকে কাতর হইয়া জনস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মাধব যথায় গমন করিলেন, সেই বনেই প্রস্থান করিলেন। মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতাও তাঁহাদের অনুগামিনী হইলেন।

মকরন্দ পর্ব্বতকান্তরে উপস্থিত হইয়া বয়স্যের শোকাহত চিত্ত বিনোদনাভিপ্রায়ে বলিলেন, "বয়স্য! দেখ, বিকসিত কদম্ব ও লোধ্র কুসুমজালে বনস্থলী কি রমণীয় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। নির্ঝরিণীকচ্ছে অভিনব কন্দলীদল উদ্ভিন্ন ও মনোহর কেতকসৌরভে ভ্রমরগণ আকুল হইয়া উড্ডীন হইতেছে। প্রস্ফুটিতকুটজশোভি শিখরপ্রদেশে মত্ত শিখণ্ডিগণ নৃত্য করিতেছে ও সানুদেশে মেঘমালা বিতানস্বরূপে লম্বিত আছে"।

মাধবের শোকশান্তি দূরে থাক, আরও কাতর হইয়া উঠিলেন ও সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "সখে! সত্য, বনস্থলী অতি রমণীয়, কিন্তু ইহা দর্শনে চিত্ত নিতান্ত আকুল হইতেছে। এখন

গ্রীষ্মাবসান হইয়াছে, বর্ষা প্রারম্ভ। অর্জ্জুন সর্জ্জ-সৌরভবাহী পৌরস্ত্য ঝঞ্ঝানিলে নীল জলদজাল আন্দোলিত হইতেছে, শিশির সমীরণহিল্লোলে নূতন জলকণা সঞ্চালিত ও গাত্রে পতিত হইতেছে ও মত্ত নীলকণ্ঠসমূহ মধুর কেকাধ্বনি করিতেছে। হা প্রিয়ে মালতি! কিরূপে স্থিরচিত্ত হই"। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

মকরন্দ, বয়স্য দুঃসহ শোকভরে চেতনাশূন্য হইলেন, দেখিয়া অতিকাতর হইয়া উঠিলেন। তিনি, "হা ভোঃ কষ্ট, কি হইল, মালতীনয়নের পূর্ণ শশিমণ্ডল অস্তগত ও জীবলোকের সার বিলীন হইল। অদ্য মূর্ত্তিমান মহোৎসব পরিসমাপ্ত হইল। হা মাতঃ হৃদয় বিদলিত, দেহবন্ধ বিস্রস্ত ও জগৎ শূন্যস্বরূপ প্রতীত হইতেছে। হা সখি মালতি! এখনও কিরূপে ঈদৃশ নিষ্করুণ চিত্তে স্থির রহিয়াছ। তখন ইঁহাতে তোমার প্রণয়তৃষ্ণা ব্যাহত হওয়াতে, তাদৃশ অসদৃশ সাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, এখন নিরপরাধে কি হেতু ঈদৃশ দারুণ ব্যবসায় আরম্ভ করিলে। হা বয়স্য হৃদয়ানন্দ! তুমি চন্দনরসস্বরূপ গাত্র শীতল ও

শারদেন্দুর ন্যায় নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে ; নিষ্করুণ কাল মদীয় জীবনস্বরূপ তোমায় অপহরণ করিয়া আমারও জীবনশেষ করিল। অকরুণ! স্মিতোজ্জ্বল নয়ন উন্মীলন কর, মধুর বাক্য প্রদান কর, আমি তোমার নিতান্ত অনুরক্ত"। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে মাধব নবশীকরাসারসেকে সংজ্ঞা লাভ করিলেন ও "এরূপ বিজন বিপিনে কে আমার বার্ত্তাহর হইয়া ঈদৃশ মন্দভাগ্যের চিত্ত আশ্বস্ত করিবে" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সম্মুখে অদ্রিশিখরলম্বিনী নূতন তোয়বাহমালা অবলোকনপূর্ব্বক সাদরচিত্তে দণ্ডায়মান হইলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে কুশলবাদপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, 'ভগবন্ জীমূত! তুমি ভুবনমধ্যে ইতস্ততঃ সতত বিচরণ করিয়া থাক ; যদি কোথাও প্রিয়তমা মালতী তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হন, তবে প্রথমতঃ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক মদীয় অবস্থা সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিবে ; কিন্তু যেন তাহাতে আয়তাক্ষীর আশাতন্তু কোন প্রকারে উচ্ছিন্ন না হয়, কেন না আশাই

তাঁহার জীবনের বন্ধনস্বরূপ’। মেঘ অচেতন, বায়ুবেগে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

মাধব গিরিপরিসরে ইতস্ততঃ পরিক্রম করিতে লাগিলেন ও কান্তারচারি জন্তুদিগকে উচ্চস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘ভোঃ অরণ্যচারি সত্ত্বগণ! তোমাদিগকে প্রণতিপূর্ব্বক একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, অবধান প্রদান কর। তোমরা সতত এই ভূধরকান্তারে অবস্থিতি কর, এখানে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুলবধূ তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ও তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে, বলিতে পার? ভোঃ কষ্ট! নৃত্যোন্মত্ত নীলকণ্ঠ কেকারবে আমার বচন তিরোহিত করিল। মত্ত চকোর অনন্যমনা হইয়া সানন্দ সহচরীর অভিসরণ করিতেছে। এখানে গজযূথাধিপ নানা চাতুর্য্য সহকারে স্বীয় কান্তার অনুবর্ত্তন করিতেছে; কখন প্রেমোন্মত্ত চিত্তে প্রিয়তমার বদনে ভুক্তাবশিষ্ট শল্লকীকিসলয় প্রদান করিতেছে, কখন পর্য্যায়পাতিত কর্ণযুগলে তাহার গাত্রে বায়ুবীজন করিতেছে, কখন দন্তকোটি দ্বারা তাহার গাত্রকণ্ডূয়া নিবারণ করিতেছে ও করিণী মীলিতনয়নে স্থির হইয়া দণ্ডা-

য়মান আছে। কোথায় যাই, কে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবে, অর্থির কোথাও স্থান নাই। হা বয়স্য মকরন্দ! তুমি কোথায়' এই বলিয়া বিরত হইলেন।

মকরন্দ, মাধব তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে আসিলেন। মাধব বলিলেন, 'প্রিয়বয়স্য! তুমি আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমায় সম্ভাবন কর, প্রিয়তমার আর আশা নাই, আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি' এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মকরন্দ মাধবকে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত ও উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন ও বয়স্যের জীবনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া নানা করুণবচনে হৃদয়ের শোক অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। "বয়স্য! মদীয় হৃদয় স্নেহাতিশয় প্রযুক্ত বিনা কারণে তোমার অনিষ্টাশঙ্কায় কম্পিত হইত, এখন সে সমুদায়ের শেষ হইল। সখে! পূর্ব্বে তোমার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়াও তোমায় জীবিত দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত ছিলাম, কিন্তু ইদানী কায় ভারভূত,

জীবন বজ্রকীলসদৃশ ও ইন্দ্রিয়গণ নিস্ফল হইল। সময় দুরতিবাহ্য হইয়া উঠিল। এখন এ হতনয়নে তোমার জীবনাবসান দেখিব বলিয়া কি জীবিত আছি। আমি এই গিরিশিখর হইতে পাটলাবতীতে আত্মনিক্ষেপপূর্ব্বক তোমার অগ্রসর হই। হা কষ্ট! এই সেই নীলোৎপলসুন্দর শরীর! নবানুরাগবশতঃ নানাবিভ্রমাকুল মালতীনয়ন যাহার মধুপান করিয়াছিল ও আমি যাহার গাঢ় পীড়নে অসাধারণ পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। সখে! বিশদ শশিকলা সমগ্র কলায় পরিপূর্ণ ও রাহুর করাল মুখকন্দরে পতিত হয়, নিবিড় নীল জলধর গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করে ও বায়ুবেগে পুনর্ব্বার বিশীর্ণ হয়, মনোহর বিটপী ফলপল্লবে শোভা পায় ও বনাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তুমিও শৈশবেই অসামান্য গুণমহিমায় লোকের চূড়ামণি হইয়াছিলে ও অকালে হতকাল তোমায় হরণ করিল। হা বয়স্য! তোমা বিনা এই মন্দভাগ্য মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিবে, তাহা মনেও করো না। জন্মাবধি নিরবধি সহবাসপ্রযুক্ত জননীস্তন্যও একত্র পান করিয়াছি, এখন তুমি একাকী

বন্ধুদত্ত নিবাপসলিল পান করিবে, ইহা নিতান্ত অন্যায্য” এই বলিয়া মাধবকে জন্মের মত আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, ‘ভগবন্ গৌরীপতে! প্রিয়বয়স্যের যথায় জন্ম হইবে, আমারও যেন তথায় জন্মগ্রহণ হয়; জন্মান্তরেও যেন ইঁহারই সহচর হইতে পাই’ এই বলিয়া সন্নিহিত গিরিশিখর হইতে পাটলাবতীতে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেই, এক যোগিনী নিবারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, ‘বৎস! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা ঈদৃশ সাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছ’। মকরন্দ বলিলেন, ‘অম্ব! আমার নাম মকরন্দ, আমার প্রিয়সুহৃৎ মাধব মালতীশোকে জীবনসংশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমি, তাঁহার জীবনাবসান না দেখিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে অগ্রেই জীবনত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অম্ব! তুমি কে কি নিমিত্তই বা আমার এ অধ্যবসায়ে বিঘ্ন করিতেছ’। যোগিনী বলিলেন, ‘আমি ভগবতী কামন্দকীর চিরন্তন অন্তেবাসিনী সৌদামিনী; মালতীর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়াছি; এই দেখ বকুলমালা’। মকরন্দ সহসা মালতীর অভি-

জ্ঞান দর্শনে আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ও যোগিনীকে মাধবের নিকট লইয়া গেলেন।

মন্দ মন্দ শীতল সমীরণহিল্লোলে মাধবের প্রতিবোধ হইল। তিনি মূর্চ্ছাভঙ্গে কাতরহৃদয়ে সমীরণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভগবন্ পৌরস্ত্য পবন! জলপূর্ণ জলদজাল ভুবনমণ্ডলে বিকীর্ণ কর, চাতক ও উদগ্রীব ময়ূরগণের প্রমোদ প্রদান কর; আমার মোহপ্রাপ্ত সুখ ভঙ্গ করিয়া তোমার কি লাভ হইল। যাহা হউক দেব পবন! তথাপি তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যে বিকসিত কদম্বকুসুমের রজঃসহকারে প্রিয়তমার নিকট আমার জীবন বহন কর, অথবা তাঁহার সন্দেশ দিয়া আমায় সুস্থ কর'। এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেই সৌদামিনী আকাশ হইতে তাঁহার অঞ্জলিতে মালা প্রক্ষেপ করিলেন। মাধব মালা পাইয়া যেন মালতীই হস্তে প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিমানের উদয় হইল ও মালতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'অয়ি প্রিয়ে! আমার কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কি একবার দৃষ্টিপাত করিতে নাই। আমার হৃদয়

বিদীর্ণ, অঙ্গ দগ্ধ ও জীবন উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছে। এ পরিহাসের সময় নয়, ত্বরিত অগ্রসর হইয়া আমার নয়নানন্দ বিতরণ কর’। পরিশেষে চারিদিক শূন্য দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। মকরন্দ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, বয়স্য! এই যোগিনী মালতীর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন।

মাধব এইকথা শুনিয়া যোগিনীকে প্রণাম করিলেন ও ব্যগ্রচিত্তে মালতীর বিবরণ জিজ্ঞাসিতে সৌদামিনী বলিলেন, ‘বৎস! তুমি করালায়তনে অঘোরঘণ্টের প্রাণসংহার করিয়া বিষম কালগ্রাস হইতে মালতীর জীবনরক্ষা করিয়াছিলে। কপালকুণ্ডলা গুরুর প্রাণসংহারে তোমার উপর তদবধিই কুপিত ছিল। অনন্তর সুযোগ ক্রমে উদ্যানে মালতীকে একাকী পাইয়া শূন্যমার্গে তাঁহাকে শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল, আমি তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া মালতীর জীবনরক্ষা করিয়াছি; এবং তাঁহার অভিজ্ঞান লইয়া তোমাদের সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছি। কপালকুণ্ডলার দুশ্চরিত

শ্রবণে, মাধবের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সৌদামিনী বলিলেন, 'আমি এখন আক্ষেপণী বিদ্যা অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে তোমার মালতীর সহিত পুনঃসামাগম হইবে'। এই বলিয়া মাধবের সহিত তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে চারি দিক অন্ধকারাবৃত হইল; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। মকরন্দ শঙ্কিতচিত্তে কান্তারগহনে কামন্দকীকে অন্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কামন্দকী লবঙ্গিকা প্রভৃতি সকলেই দুঃসহ শোক সহিতে অসমর্থ হইয়া গিরিশিখর হইতে পতনে উদ্যত হইয়াছিলেন, মকরন্দের নিকট মালতীর সমাচার শ্রবণে নিবৃত্ত ও তমঃ ও বিদ্যুদ্বিলাসে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইতিমধ্যে মাধব মালতীকে ধারণপূর্ব্বক তথায় অবতীর্ণ হইলেন।

মালতীকে মোহিত দেখিয়া সকলের হর্ষবিষাদ উপস্থিত হইল। মাধব বলিলেন, আমরা আসিতেছি, পথে এক বনেচর নিবেদন করিল যে 'ভূরিবসু মালতীশোকে সংসারে বিরক্ত হইয়া অগ্নি-

পতনে উদ্যত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই মালতী মূর্চ্ছিত হইলেন। সৌদামিনী অমাত্যকে সমাচার দিতে গিয়াছেন'। ক্ষণেক পরে মালতী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে, 'ভূরিবসু মালতীর সমাচার শ্রবণে অগ্নিপতন হইতে নিবৃত্ত ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছেন' ইত্যাকার আকাশবাণী উত্থিত হইল। মালতী কামন্দকীকে প্রণাম করিলেন, কামন্দকী মালতীর হস্তধারণপূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। সকলে পরস্পর আলিঙ্গন করিল।

অনন্তর সৌদামিনী এক লেখহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া কামন্দকীকে প্রণাম করিলেন। কামন্দকী সাতিশয় বহুমানপূর্ব্বক সৌদামিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। সৌদামিনী 'পদ্মাবতীশ্বর নন্দনের সম্মতি লইয়া ভূরিবসুর সমক্ষে লিখিয়া মাধবকে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন' এই বলিয়া কামন্দকীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। কামন্দকী পত্র উদ্ঘাটনপূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন। "স্বস্ত্যস্তু বঃ, তুমি সৎকুলোদ্ভূত ও নানাগুণ-

ভূষিত; তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমার প্রীতিহেতু তোমার বয়স্য মকরন্দকে মদয়ন্তিকা প্রদান করিলাম"। পত্রপাঠে কামন্দকী নন্দন হইতে নির্ভীক হইলেন। সকলে সানন্দ হইল। মাধব মালতীলাভে ও মকরন্দ মদয়ন্তিকা প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হইলেন।